দ্য ঈভিল ড্রিংক ডাজ

'সর্বনেশে এই ড্রিংকটা যে কত ক্ষতি করছে,' বলল জর্জ, অ্যালকোহলের ভুরভুরে গন্ধে ভরা ভারি নিশ্বাস ছাড়ল সে। 'সেটা ঠাওরান খুব মুশকিল।

'ক্ষতি হতো না, যদি একটু সংযমী হতে,' বললাম আমি।

হালকা নীল চোখ মেলে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাল সে। ভর্ৎসনা, ঘৃণা আর আক্রোশ ফুটে উঠেছে তার দৃষ্টিতে। বলল, 'বল তো, কখন আমি আমার এ অবস্থা ছাড়া অন্য কিছু ছিলাম?'

'যখন জন্ম নিয়েছিলে,' বললাম আমি। বলেই টের পেলাম অবিচার হয়ে যাচ্ছে বেচারার প্রতি। কাজেই কথাটা দ্রুত শুধরে নিয়ে বললাম, 'যখন মায়ের মাই ছেড়ে ছিলে— তখন।'

জর্জ বলল, 'তোমার এই কথাটাকে আমি রসিকতা করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলে ধরে নিলাম।'

এবং সম্পূর্ণ উদাস থাকার ভঙ্গিতে আমার ড্রিংক তুলে নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল সে। চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলাম আবার। তবে ড্রিংকটা ধরে রাখল লোহার মতো কঠিন মুঠিতে।

আমি ছেড়ে দিলাম ড্রিংকের আশা। জর্জের কাছ থেকে ড্রিংক নিয়ে আসা, একটা ক্ষুধার্ত বুলডগের কাছ থেকে হাড় কেড়ে নেয়ার মতো।

সে বলল, 'তোমার কথায় মন্তব্য করতে গিয়ে এক মেয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটিকে খুব স্নেহ করতাম আমি, ভাতিজি'র মতো দেখতাম। নামটা ছিল ইশটার মিসটিক।'

'অপ্রচলিত একটা নাম,' বললাম আমি। 'তবে নামে খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল তার সাথে। ব্যাবিলনের প্রেমদেবীর নাম ইশটার। তিনি যে একজন খাঁটি প্রেমদেবী, ইশটার মিসটিকের বেলায় অন্তত মিলে গিয়েছিল দারুণভাবে।'

www.banglainternet.com

চমৎকার এক মেয়ে এই ইশটার মিসটিক। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কারো যদি কম বলারও অভ্যেস থেকে থাকে, [জর্জ বলল] সেও ভালো বলবে ইশটার মিসটিকে। ক্লাসিক বিউটি বা চিরন্তন সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায়, তাই ছিল মেয়েটির চেহারায়। চোখ, মুখ, কান, নাক—সব নিখুঁত। মাথায় ছিল দারুণ সোনালি চুলের বাহার। সে চুল থেকে এমন স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়ল, মনে হতো যেন সোনালি এক বর্ণবলয় তৈরি হয়েছে তার মাথার পেছনে। তার শরীরী সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে হলে তুলনা করতে হবে গ্রিক প্রেমদেবী আফ্রোদিতির সাথে। মেয়েটির মাঝে যেমন আছে মেঘের গর্জন, তেমনি রয়েছে সৌন্দর্যের কমনীয়তা। কোমল আর কঠোরের নিখুঁত সমন্বয় ঘটেছে তার ভেতর।

তুমি হয়তো অবাক হচ্ছ, মেয়েটিকে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে সংযত রেখেছিলাম কিভাবে। একথা মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ তোমার জঘন্য মনটাকে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অনেক আগে থেকেই এ ব্যাপারে সর্তক হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ এসব ব্যাপারে আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমার পর্যবেক্ষণও সরাসরি ছিল না।

বিভিন্ন ম্যাগাজিনের মাঝের পাতায় মেয়েদের যে সব ছবি থাকে, শৈল্পিক ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার জন্যে কত কী করে থাকে মেয়েরা। সে সব সাধারণ ফ্যাশানের চেয়ে ইশটারের অভিব্যক্তি ছিল অনেক বেশি আকর্ষণীয়। অথচ সংক্ষিপ্ত পোশাকের চেয়ে বরং সম্পূর্ণ পোশাক থাকত তার গায়ে। মেয়েটির ক্ষীণ কটির ওপর এবং নিচের ভরাট অঙ্গ দুটি ছিল নিখুঁতভাবে সমান। তাকে না দেখলে সেটা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি। তার লম্বা লম্বা পা, কমনীয় হাত, সাবলীল চলাফেরা—সবই ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়ার মতো।

শারীরিক দিক দিয়ে এ রকম পরিপূর্ণতা থাকার পর যদিও কোনো মেয়ের আর তেমন কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না, তবু ইশটারের তীক্ষ্ণ ও নমনীয় মনটা পড়াশোনার ব্যাপারে ছিল আগ্রহী। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাট চুকোয় সে। এখানে একজন স্বচ্ছন্দে ধরে নিতে পারে, সেখানকার গড়পড়তা শিক্ষকেরা ইশটার মিসটিক নিয়ে এক ধরনের সন্দেহ পোষণ করত। কিন্তু প্রমাণাদি না থাকায় বলতে পারত না কিছু। যেহেতু তুমি একজন অধ্যাপক, প্রিয় বন্ধু, কাজেই আমার কথায় কোনো কষ্ট নিও না মনে। তোমাকে আঘাত দেয়ার জন্যে একথা বলিনি আমি। এটা তোমার পেশার লোকদের সম্পর্কে কোমলতম একটা মন্তব্য।

www.banglainternet.com

সব মিলিয়ে ইশটার সম্পর্কে একজন ভাবতে পারে, মেয়েটি পুরুষদের মাঝে থেকে তার পছন্দের কাউকে বেছে নেয়, প্রতিদিন নতুন একটা দল থেকে বাছাই করে কাউকে। মাঝেমধ্যে আমার মনে এই চিন্তা উঁকি দিয়ে যেত, কখনো যদি আমাকে সে বেছে নেয়, পরিচ্ছন্ন যৌনতার ব্যাপারে আমার যে ভদ্রলোক সুলভ শ্রদ্ধা, তার সাথে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। তবে আমি স্বীকার করছি, ব্যাপারটা ইশটারের কাছে পরিষ্কার করার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছি আমি।

এর কারণও ছিল বটে। ইশটারের সামান্য ত্রুটি বলতে যা ছিল সেটা ছিল ভয়ঙ্কর এক ব্যাপার।

লম্বায় ঝাড়া ছ'ফুট ছিল মেয়েটি, এর এক ইঞ্চিও কম নয়। আর তার যে কণ্ঠ—ওরোপ, কথা বললে মনে হত ভেরি বাজিয়ে ডাকছে কাউকে।

রাস্তার এক রঙবাজ একবার রঙ দেখাতে গিয়েছিল তার সাথে। বদমাশটাকে শূন্যে তুলে সোজা রাস্তার ওপারে ছুঁড়ে মারল ইশটার। একটা ল্যাম্পপোস্টে গিয়ে ধাক্কা খেল রঙবাজ লোকটা। পুরো ছ'মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাকে।

এই বিশেষ কারণে ছেলেরা সহজে কাছে ঘেঁষতে চাইত না ইশটারের। এমন কি বেশিরভাগ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তফাতে থাকতেন তার কাছ থেকে। আমার মনের ভেতর অদম্য একটা আবেগ সব সময় বাধা পেয়েছে শারীরিক নিরাপত্তার ব্যাপারটি বিবেচনা করে। তুমি তো জান, ঠিক সিংহের মতো আমার সাহস, সেই আমি পর্যন্ত গুটিয়ে গেছি হাড়গোড় ভেঙে যাওয়া ভয়ে। এজন্যেই তো বলি বিবেকবোধ আমাদের কাপুরুষ বানিয়ে দেয়।

পরিস্থিতিটা খুব ভালো করেই বুঝেছিল ইশটার। আমার কাছে এ নিয়ে অভিযোগও করে বিরস মুখে। দিব্যি মনে পড়ে দিনটা। বসন্তের উজ্জ্বল এক দিন ছিল সেটা। সেন্ট্রাল পার্কের এক বেঞ্চিতে বসেছিলাম আমরা। স্পষ্ট মনে আছ, পার্কে যারা সেদিন জগিং করছিল, ইশটারের দিকে তাকাতে গিয়ে অন্তত তিনজন বিপত্তি ঘটিয়ে ফেলে। মেয়েটির ওপর থেকে চোখ সরাতে না পেরে বাঁক নিতে ভুলে যায় তারা। ফলে একে একে সবার নাক গিয়ে লাগে গাছের সাথে।

'আমি বুঝি সরা জীবন এ রকম কুমারীই থেকে যাব,' লোভনীয় বাঁক নেয়া নিজের ঠোঁট কেঁপে উঠল মেয়েটির। 'কেউ আমার প্রতি আগ্রহী বলে মনে হয় না, একজনও না। অথচ শীঘ্র আমার বয়স পঁচিশ হয়ে যাবে।'

www.banglainternet.com

'বুঝলে, মেয়ে,' সাবধানে এগিয়ে মৃদু চাপড় দিলাম ইশটারের হাতে। 'তোমার নিখুঁত শারীরিক গড়ন দেখে ভড়কে যায় তরুণেরা, নিজেদেরকে তোমার অযোগ্য মনে করে তারা।'

'এটা অসম্ভব,' কথাটা এত জোরে বলল সে, দূরের পথচারীরা পর্যন্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে। 'তুমি আসলে যা বলতে চাইছ, তা হচ্ছে—আমার কিছু তুচ্ছ ব্যাপার ভয় ধরায় ওদের। ছেলেদের সাথে পরিচিত হওয়ার সময় এ ব্যাপারটি ধরা পড়ে। ওদের সাথে হ্যান্ডশেক করার পর হাতের গাঁট ডলতে থাকে ওরা। আর তখুনি যাই, না, কিছু হবে না আমার। ওরা শুধু কোনো রকমে বলে, "তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।" তারপর সাঁ সাঁ করে পালিয়ে যায় একেকজন।'

'ওদেরকে তোমার উৎসাহ যোগাতে হবে, ইশটার। একটা ছেলের দিকে এমনভাবে তাকাতে হবে তোমাকে, যেন সে কোমল একটা ফুল। তার মাঝে অনুভূতির কুসুমটিকে বিকশিত হতে দিতে হবে তোমার হাসির উষ্ণ কিরণের মাঝে। তাকে কোনোভাবে অবশ্যই বোঝাতে হবে, তার এগিয়ে আসার প্রতীক্ষায় রয়েছ তুমি। জ্যাকেট কলার বা প্যান্টের বেল্ট ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে মাথাটা দেয়ালের সাথে সজোরে ঠুকে দেয়ার চেষ্টা থেকে দূরে থাকতে হবে।

'আমি কখনো এমন কাজ করিনি,' রাগ আর ঘৃণা প্রকাশ পেল তার কথায়। 'করলেও কদাচিৎ। আর তুমি কিভাবে আমাকে প্রতীক্ষায় থাকতে বল? কারো সাথে দেখা হলেই তো আমি হেসে বলি, "কেমন আছ?" কি, বলি না? সব সময় আর বলি, "কী সুন্দর দিন আজ।" অথচ দেখা যায় দিনটা মোটেও সুন্দর নয় সেদিন।'

'এই যথেষ্ট নয়, মেয়ে। একজন পুরুষের বাহুকে নিজের মনে করে আঁকড়ে ধরতে হবে তোমাকে। তার গালটা একটু নেড়ে দিতে পার তুমি, হাত বোলাতে পার চুলে, আলতো করে কামড়ে দিতে পার তার আঙুলের ডগাগুলো। এ রকম ছোটখাটো জিনিস তোমার আগ্রহের ইঙ্গিত ফুটিয়ে তুলবে, বন্ধুত্বপূর্ণ আলিঙ্গন এবং চুমোর বেলায় যা বিশেষ কাজ দেবে।'

আতঙ্কিত দেখাল ইশটারকে। বলল, 'আমি এসব পারব না। কিছুতেই না। অত্যন্ত কঠোর শাসনের ভেতর বড় হয়েছি আমি। কোনো ছেলের সাথে নিখুঁতভাবে এ ধরনের আচরণ করা সম্ভব নয় আমার। এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো ছেলেকে এগিয়ে আসতে হবে, তারপর আমি যথাসাধ্য

www.banglainternet.com

চেষ্টা করব সাড়া দিতে। আমার মা আমাকে সব সময় এ শিক্ষাটাই দিয়েছেন।'

'তাহলে কাজটা তুমি তখন করো, যখন তোমার মা দেখছেন না।'

'পারব না। ভেতর থেকে বড় বেশি বাধা পাচ্ছি আমি। কেন একটি ছেলে সোজা—সোজা আমার কাছে চলে আসতে পারে না?'

কথাগুলো বলার সময় কী ভেবে রক্তিম হয়ে উঠল ইশটার। তার বড়সড় নিখুঁত হাতটা আঁকড়ে ধরল হৃদয়। ওই মুহূর্তে সে যদি জানত। কী অবাধ অধিকার দেয়া হয়েছিল তার হাতটাকে।

ইশটারের "বাধা" শব্দটা আমাকে নতুন এক আইডিয়া যোগাল। বলল, 'ইশটার, শোনো বাছা, একটা বুদ্ধি পেয়েছি। অ্যালকোহলিক পানীয়তে অবশ্যই ভালো ফল পাবে তুমি। নির্দিষ্ট কিছু পানীয় রয়েছে, এ সব পান করে দারুণ মজা পাবে। একা প্রাণশক্তি ফিরে আসবে শরীরে। তুমি যদি তোমার পছন্দের তরুণকে দাওয়াত করে কিছু গ্রাসহোপার দাও, কিংবা মার্গারিটাম, অথবা অন্য যে কোনো পানীয়, এ রকম ডজনখানেক ড্রিংকের নাম বলতে পারি আমি ; দেখবে, খুব দ্রুত তোমার সেই বাধা ঘুচে গেছে এবং তরুণটির বেলায়ও তাই ঘটবে। প্রশ্রয় সে তখন বলবে, কোনো ভদ্রলোকের উচিত নয়, কোনো মেয়ের ধারে কাছে আসা। তার এ কথায় ফিকফিক করে হাসতে তুমি, আর বলবে তোমার জানাশোনা এমন এক হোটেল আছে, যেখানে গেলে মোটেও জানতে পারবে না মা।'

ইশটার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আহ, কী দারুণ ব্যাপার হবে সেটা! কিন্তু বাস্তবে সে রকম হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'নিশ্চয়ই হবে। দেখবে, প্রায় সব পুরুষ খুব খুশি হবে তোমার সাথে ড্রিংকে যোগ দিতে পারলে। যদি কেউ দ্বিধায় ভোগে, তাহলে একটা চেক ফেলে দিয়ে তুলে নিতে বলবে। কোনো পুরুষ, তা সে যে কোনো পদেরই হোক না কেন, কোনো মেয়ে তাকে মদ খাওয়াতে চাইলে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান—'

আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সে বলল, 'ব্যাপারটা আসলে তা নয়। সমস্যাটা তো আমার। আমি ড্রিংক করতে পারি না।'

এ রকম কথা জন্মেও শুনিনি। আমি তাকে বললাম, 'তুমি শুধু একটু হাঁ করবে, বাছা—'

'তা জানি। ড্রিংক নিয়ে এমনিতে কোনো সমস্যা নেই। মানে বলতে চাইছি, ওসব ছাইপাঁশ গিলতে পারি আমি। কিন্তু সমস্যাটা দেখা দেয় পরে। কেমন নেশা ধরে যায় আমার।'

www.banglainternet.com

'অতটা ড্রিংক করতে না, তুমি—'

'আরে, একটা ড্রিংকেই তো আমার বেসামাল অবস্থা। আমি তখন অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং হড়হড়িয়ে বমি করতে থাকি। বহু বার চেষ্টা করে দেখেছি, কিছুতেই একটা ড্রিংকের বেশি নিতে পারি না। আর ওই একটাতেই কম্মো কাবার। মুড বলে কিছু থাকে না তখন। আমার বিশ্বাস, এটা কোনো হজমের গণ্ডগোল। তবে মা বলেন এটা স্বর্গের আশীর্বাদ। মদ হজম হয় না বলেই তো এখনো বিশুদ্ধ রয়েছি, মন্দলোকের প্ররোচনা আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না এই বিশুদ্ধি থেকে।'

আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে, এক মুহূর্ত প্রায় নির্বাক ছিলাম আমি। তখন এমন একজনের কথা ভেবেছি, যে আঙুরের মজা উপভোগে অক্ষম হওয়ায় গুণ খুঁজে নিয়েছে। এই স্বেচ্ছাচারিতার কথা ভেবে আমার সংকল্প আরো সুদৃঢ় হয়ে উঠল। মানসিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুল, বিপদের কথা চিন্তা করে হাত চেপে ধরলাম ইশটারের। বললাম, 'শোনো মেয়ে, আমার ওপর ছেড়ে দাও এটা। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

আমি তো জানি, আমাকে ঠিক কী করতে হবে।

আমার বন্ধু অ্যাজাজেলের কথা নিঃসন্দেহে কখনো বলিনি তোমাকে। এ ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ সাবধান হয়ে যাওয়ায় কারণটা হচ্ছে—এই যে দেখতে পাচ্ছি, এখনই তুমি প্রতিবাদ করে বলবে, না—তাকে চেন। সত্যলঙ্ঘনকারী হিসেবে তোমার রেকর্ড তো আমি জানি, কাজেই প্রতিবাদ করলে অবাক হব না মোটেও। তাই বলে তোমাকে বিব্রত করার জন্যে কিন্তু বলছি না এসব।

অ্যাজাজেল একটা ভূত। জাদুশক্তি আছে তার। এক্কেবারে এইটুকুন একটা ভূত সে। মাত্র দু'সেন্টিমিটার উচ্চতা। ভূতটা উচ্চতায় পিচ্ছি হওয়ায় একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে। আমার মতো একজনের জন্যে তার যোগ্যতা এবং ক্ষমতা জাহিরের ব্যাপার বেশ উদ্বিগ্ন থাকে সে। আমাকে তার চেয়ে হীনতর প্রাণী ভেবে এক ধরনের আনন্দ লাভ করে।

আমার ডাকে বরাবরের মতো একইভাবে সাড়া দিল অ্যাজাজেল। তাকে সেভাবে ডেকে এনে হাজির করলাম, সেটা বিস্তারিতভাবে তোমার কাছে বলাটা আসলে অর্থহীন। তোমার লঘু মস্তিষ্কে কুলোবে না এ ধকল। তাই বলে কিন্তু আক্রমণ করছি না তোমাকে।

অ্যাজাজেল যখন এসে পৌঁছুল, খানিকটা নাখোশ দেখাল তাকে। দৃশ্যত মজার কোনো খেলা উপভোগ করার মতো একটা কিছুতে ব্যস্ত

www.banglainternet.com

ছিল সে। আর সেখানে বাজি ধরেছিল লাখখানেক জাকিনি। ওদের জগতে টাকা হচ্ছে জাকিনি। কিন্তু শেষতক খেলার ফলাফল দেখার সৌভাগ্য হয়নি বেচারার। আমি তাকে বোঝালাম, টাকা হচ্ছে একটা আবর্জনা বিশেষ। এই জগতে সে এসেছে বুদ্ধিমানদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করতে, অর্থহীন জাকিনি জমাতে নয়। কাজেই পরের বাজিতে সে জিতলে বা হারলে কিছু যাবে আসবে না। অবশ্যি তার এই জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

আমার এসব অকাট্য যুক্তি প্রথমে শান্ত করতে পারল না হতচ্ছাড়া জীবটাকে। তার কর্তৃত্বপরায়ণ স্বভাবের ভেতর বিরক্তিকর এক স্বার্থ হাসিলের প্রবণতা রয়েছে। কাজেই আমি তাকে একটা সিকি ডলার দিতে চাইলাম। আমার বিশ্বাস ওদের জগতে অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে মাঝারি মানের মুদ্রা। আমার সামান্য উপকার করবে বলে যে এই জিনিস দিয়ে তাকে উৎসাহ যোগাচ্ছি, তা নয়। সিকিটা জমিয়েছিলাম এজন্য যে, এটা অ্যাজাজেলের কাছে এক লাখ জাকিনির চেয়েও দামি।

পরবর্তীতে অ্যাজাজেল সাগ্রহে স্বীকার করল, আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তার কাছে নিজের দুশ্চিন্তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপুর্ণ। আমি যা সব সময় বলে থাকি আর কি, যুক্তির যে নিজস্ব শক্তি রয়েছে, পরিণতিতে সেটা যুক্তিকে অনুভব করতে বাধ্য করে মানুষকে।

ইশতারের ঘটনাটা আগাগোড়া খুলে বললাম অ্যাজাজেলকে। সে বলল, 'এই একটিবার, তুমি যুক্তিসঙ্গত একটা সমস্যায় দাঁড় করিয়েছ আমাকে।'

'অবশ্যই,' বললাম আমি।

বন্ধু, তুমি তো জান সত্যিকারে অযৌক্তিক কিছু নেই আমার ভেতর। আমি শুধু আমার নিজের পথে থেকে পরিতৃপ্ত হতে চাই।

'হ্যাঁ,' বলল অ্যাজাজেল। 'তোমাদের ওই অভাগীরা ভালোভাবে হজম করতে পারে না অ্যালকোহল। ফলে এই মধ্যবর্তী উপাদান রক্তের সাথে মিশে গিয়ে বিভিন্ন অস্বস্তিকর লক্ষণের জন্ম দিয়ে থাকে। তার সাথে জোটে আবার প্রমত্ততা।

'এখন যে জিনিসটি করা দরকার, তা হচ্ছে ইশটারের শরীরের ভেতরকার এনজাইমগুলোর যথাযথ সমন্বয় সাধন। সেই সঙ্গে অব্যর্থভাবে দু'টুকরো কার্বন স্থাপন করতে হবে, যেগুলো চর্বি, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন জাতীয় খাবার হজমে কাজ দেবে নিখুঁতভাবে, যার ফলে

www.banglainternet.com

প্রমত্ততার কোনো ব্যাপার থাকবে না মোটেও। অ্যালকোহল এভাবে স্বাস্থ্যসম্মত খাবারে পরিণত হবে তার জন্যে।'

'আমাদের খানিকটা প্রমত্ততা থাকতে হয়, অ্যাজাজেল। তবে সেটা যেন অত্যন্ত পরিমিত, যাতে মায়েদের কড়া নজর এড়িয়ে যেতে পারে।'

মনে হল, আমার কথা যেন চট করে বুঝে নিল অ্যাজাজেল। বলল, 'আরে, হ্যাঁ। মা-দের তো আমি চিনি। আমার তিন নম্বর মা আমাকে বলে কি জান, "অ্যাজাজেল, তুমি কখনো কোনো অল্প বয়েসী মেয়ের সামনে চোখ টিপবে না।" যখন সে রকম কোনো মেয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন আর কিভাবে তুমি—'

আমি তাকে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম, 'তুমি কি মধ্যবর্তী জিনিসটার এমন কোনো সমন্বয় ঘটাতে পারবে, যার ফলে একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠবে ইশটারের মন?'

'খুব পারব,' বলল অ্যাজাজেল। লোভের এক কুৎসিত দৃশ্য তখন আমার সামনে। যে সিকিটা অ্যাজাজেলকে দিয়েছিলাম, সেটার ওপর হাত বোলাচ্ছিল সে। সিকিটা লম্বা অ্যাজাজেলের চেয়ে বড়।

সপ্তাখানেক পর পরীক্ষা করার সুযোগ পেলাম ইশটারকে। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা হোটেল বারে বসেছিলাম আমরা। বেশ ক'জন খদ্দের সেখানে রঙিন গ্লাস নিয়ে বসে, এর মাঝে জায়গাটাকে আলোকিত করে তোলে ইশটার।

মেয়েটি ফিক করে হেসে বলল, 'আমরা এখানে কী করছি, বল তো? তুমি তো জান, আমি ড্রিংক করতে পারি না।'

'এটা কোনো ড্রিংক হবে না, মেয়ে, কোনো ড্রিংক নয়। এটা স্রেফ পেপারমিন্ট স্কোয়াশ। তোমার ভালো লাগবে এটা।'

আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম সব, একটা গ্রাসহোপারের ইঙ্গিত করলাম আমি। এসে গেল জিনিসটা। ইশটার মৃদু চুমুক দিয়ে বলল, 'আরে দারুণ তো!'

পেছনে হেলান দিল সে। তারপর গ্লাসটা গলার ওপর ধরে খালি করল পুরোটা। সে তার সুন্দর জিভটা একই রকম সুন্দর ঠোঁট দু'টির ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আরেকটা পেতে পারি?'

www.banglainternet.com

'অবশ্যই,' অমায়িক কণ্ঠে বললাম আমি। 'আরেকটা ড্রিংক নেবে, সেটা তো কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি বোকার মতো ফেলে এসেছি ওয়ালেটটা—'

'আরে, আমি দেব টাকা। প্রচুর টাকা আছে আমার।'

আমি সব সময়ই বলি, একটি সুন্দরী মেয়ে যখন ঝুঁকে পড়ে তার পার্স থেকে টাকার ওয়ালেটটা বের করে, কখনো তাকে এত লম্বা দেখায় না।

তো, ওই পরিস্থিতিতে আমরা ইচ্ছেমতো ড্রিংক করতে লাগলাম। বিশেষ করে সে। আরেকটা গ্রাসহোপার নিল সে, তারপর একটা ভদকা, তারপর দুটো হুইস্কি এবং সোডা, শেষ আরো কয়েকটা। সব যখন শেষ হল, কোনো রকম নেশা বা প্রমত্ততা দেখতে পেলাম না তার মাঝে। পানের নেশার চেয়ে বরং ইশটারের ভুবন ভোলানো হাসিটাকেই নেশাগ্রস্থ মনে হল। সে বলল, 'এত ভালো লাগছে আমার, আমি এত উষ্ণ, আর এত প্রস্তুত, তুমি যদি বুঝতে কী বলতে চাইছি আমি।'

তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছি বলে মনে হল। তবে এক লাফে উপসংহারে গেলাম না। বললাম, 'আমার মনে হয় না, তোমার মা এটা পছন্দ করবে।'

মনে মনে বললাম, পরীক্ষা করে দেখ। সে বলল, 'আমার মা এ কথা জানবে কী করে? কিছুই জানবে না! আর এখানে জানারই বা কী আছে? কিচ্ছু নেই!'

আমার দিকে সে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, পরিষ্কার টের পেলাম কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। তারপর সে ঝুঁকে এসে তুলে নিল আমার হাতটা, টেনে নিল নিজের নিখুঁত ঠোঁট জোড়ার দিকে।

'বল তো, কোথায় যেতে পারি আমরা?' বলল সে।

আশা করি, ওই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ, বন্ধু। অমন ব্যাকুল হয়ে কোনো তরুণী কিছু চাইলে, তাকে ফিরিয়ে দিই কী করে? ওরকম অভদ্র আমি নই। একজন পরিপূর্ণ ভদ্রলোক হওয়ার মনমানসিকতা নিয়ে বড় হয়েছি আমি। কিন্তু এই মেয়েটির বেলায় একসঙ্গে বেশ ক'টি চিন্তা এসে ছেঁকে ধরল আমাকে।

প্রথম যে চিন্তাটা হল, শুনে তুমি হয়তো বাহবা দেবে আমাকে। একটুখানি স্পর্শের যে স্বাদ আমি পেয়েছি, সেটা আমার পেছনের সেরা দিনগুলোতে। ইশটারের মতো কোনো তরুণী হয়তো আমাকে কিছু সময়ের জন্যে তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু সেটা সাময়িক। পরে সে যখন বুঝতে পারবে কী ঘটেছে,

www.banglainternet.com

মনের ভেতর আক্রোশ তৈরি হবে তার। মেয়েটির মনে হবে, আমি সুযোগ নিয়েছি তার দুর্বল মুহূর্তের। যার ফলে পরিণতিটা হবে অপ্রীতিকর। ইশটারের মাঝে যে আবেগের উচ্ছ্বাস দেখেছি, তাতে তাকে কিছু বোঝানোর আগে হাড়গোড় সব এক করে দেবে আমার।

কাজেই ভেবেচিন্তে আমার বাড়িতে যাওয়ার কথা বললাম তাকে। হেঁটে যেতে অনেক সময় লাগে আমার বাড়িতে। সন্ধ্যের সতেজ বাতাসে হাঁটতে হাঁটতে মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল তার, কেটে গেল হৃদয়ের কোমল উষ্ণতা, আর আমিও বেঁচে গেলাম হাঁপ ছেড়ে।

অন্যদের বেলায় কিন্তু এমনটি ঘটেনি। একাধিক ভুক্তভোগী তরুণ এসে ইশটারের কথা বলেছে আমাকে। আমার মতো মানমর্যাদা যারা বজায় রাখতে পারে, তাদের একটা আত্মবিশ্বাস জন্মায়। ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা। ইশটারের সাথে একবার যারা কোনো বারে গেছে ; দ্বিতীয়বার কখনো আর ওমুখো হয়নি তারা। ইশটারের ড্রিংকের সাথে তাল রাখতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছে একেকজন।

তাদের একজন আমাকে বলেছে, 'আমি একেবারে নিশ্চিত, নিশ্চয়ই কোনো গোপন নল তার মুখের কোণ থেকে টেবিলের তলায় একটা মদের পিপের ভেতর চলে গিয়েছিল। তবে আমি দেখতে পাইনি সেটা।'

ইশটারের সাথে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে চোখমুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল বেচারার। আমাকে সব খুলে বলতে চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু বার বার অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে তার কথা।

'ওরে-বাপ, মেয়েটির যা চাহিদা,' বার বার শুধু একই কথা বলেছে সে। 'কোনো তৃপ্তি নেই! কোনো তৃপ্তি নেই!'

নিজের একটা ব্যাপারে আমি অত্যন্ত খুশি, সেদিন শুভ বুদ্ধির জোরে এমন একটা জিনিস উপেক্ষা করতে পেরেছিলাম, যৌবনকালে যে জিনিস ছাড়া কিছুতেই থাকতে পারে না কেউ।

বুঝতেই পারছ, সে সময় ইশটারের সাথে তেমন একটা দেখা হয়নি আমার। মেয়েটি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—আশঙ্কাজনক হারে একগাদা বিবাহ যোগ্য পুরুষের সঙ্গ উপভোগ করে যাচ্ছে। বুঝে গিয়েছিলাম, আগে বা পরে তাকে বাড়াতে হবে তার গণ্ডি। তবে ব্যাপারটি আগেই ঘটেছিল।

www.banglainternet.com

এক সকালে আমার সাথে দেখা করল সে, বলল বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছে। আগের চেয়ে ফিটফাট এবং চটপটে মনে হল তাকে। সব দিক দিয়ে আরো চোখ ধাঁধানো হয়েছে সে। আরো ভালো কোনো সুযোগ পাওয়া ছাড়া জগতের অন্য কিছু যেন নাড়া দিচ্ছে না তাকে।

নিজের পার্স থেকে একটা বোতল বের করল সে। বলল, 'এই হচ্ছে রাম। ক্যারিবিয়ানরা খুব টানে এটা। পানীয়টা যেমন কোমল, তেমনি মজার।'

'তুমি কি ক্যারিবিয়ানের ওদিকে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, এবং যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। দেশের ছেলেদের তো দেখা হল। একটারও সহ্য ক্ষমতা নেই, উদ্যমও দুর্বল। ওদের ব্যাপারে আমি নিদারুণভাবে হতাশ, অবশ্যি দুর্দান্ত কিছু অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারও রয়েছে। তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ জর্জ। তুমিই আমার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছ। যখন তুমি আমাকে পেপারমিন্ট স্কোয়াশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে, তখন থেকেই মূলত ঘটনা শুরু। এটা বড় লজ্জার কথা যে, তুমি আর আমি শেষ পর্যন্ত—'

'বোকা মেয়ে,' বললাম আমি। 'তুমি তো জান, মানুষের জন্যে কাজ করি আমি। নিজের জন্যে কখনো কিছু করি না।'

আমার গালে টুপ করে একটা চুমু খেল সে। মনে হল যেন সালফিউরিক অ্যাসিডের জ্বালা অনুভব করছি। তারপর চলে গেল ইশটার। একটা স্বস্তি নিয়ে ভুরু মুছলাম আমি। নিজেকে বাহবা দিলাম একবার, অ্যাজাজেলকে ডেকে এনে যা করিয়েছি, তাতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে কাজটা। উত্তরাধিকার সূত্রে ইশটার যে বিপুল বিত্ত বৈভবের মালিক হয়েছে, মদ আর পুরুষের মাঝে আনন্দ খুঁজতে গিয়ে এখন দেদার সদব্যবহার করছে এই সম্পদের।

বছরখানেক পর আবার শুনতে পেলাম ইশটারের কথা। শহরে ফিরে এসেছে সে। বাড়ি থেকে ফোন করেছে আমাকে। তাকে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মনে হল আমার।

'আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে,' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এমন কি আমার মা-ও আর এখন দেখতে পারে না আমাকে। বুঝতে পারছি না কিভাবে ঘটল এটা, তবে আমি নিশ্চিত—সব দোষ তোমার। তুমি যদি আমাকে সেদিন পেপারমিন্ট স্কোয়াশের সাথে পরিচয় না করিয়ে দিতে, তাহলে এত কিছু ঘটত না কিছুতেই।'

www.banglainternet.com

'কিন্তু কি হয়েছে, মেয়ে ?' কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলাম আমি। একজন ইশটার যদি ভয়াল রূপ ধরে, তাহলে তাকে সামলানটা আমার পক্ষে মোটেও নিরাপদ নয়।

'তুমি চলে এস এখানে, তোমাকে দেখাব সেটা।'

বুঝলে আমার কৌতূহল একদিন শেষ করে দেবে আমাকে। ইশটারের বাড়িতে গিয়ে সেদিন শেষ হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। শহরতলির তার বাড়িতে যাওয়ার কৌতূহলটা উপেক্ষা করতে পারিনি কিছুতেই। তবে সামনের দরজাটা খোলা রেখে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম। বিশাল এক ছোরা নিয়ে যখন সে তেড়ে আসে, ঘুরে দিয়েছিলাম এক ভোঁ-দৌড়। আমার নাগাল ধরার মতো শরীরের অবস্থা তার ছিল না বলে রক্ষে।

এর কিছুদিন পর আবার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সে। যত দূর জানি, আর কখনো ফিরে আসেনি। তবে আমার শঙ্কা কাটেনি। মনে হয়, কোনো একদিন ঠিক এসে হাজির হবে। ইশটার মিসটিক কখনো ভুলবে না আমাকে।

আমার মনে হল গল্পের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছে জর্জ।

'কিন্তু সেদিন আসলে ঘটেছিল কী ?' জানতে চাইলাম আমি।

'বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা ? তার দেহের ভেতরকার রাসায়নিক গঠন বদলে যাওয়ায় খুব সহজে হজম করে ফেলত অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়। তার ভেতরকার কার্বনের টুকরো দুটো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সহায়তা করত চর্বি, প্রোটিন আর কার্ব হাইড্রেট জাতীয় খাবার হজমে। অ্যালকোহল তার জন্যে স্বাস্থ্যকর খাবারে পরিণত হয়েছিল।

ছ'ফুট লম্বা একটা স্পঞ্জের মতো অ্যালকোহল চুষে নিত সে— রীতিমতো অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড! এভাবে অ্যালকোহল তার জন্যে সুপাচ্য হওয়ায় শরীরটাও ফুলতে লাগল দিন দিন। একদিন সে যেমন বলিষ্ঠ হল, তেমনি তার আকারও হয়ে গেল দ্বিগুণ। ইশটারের রূপ সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়তে পড়তে বিস্ফোরিত হল চর্বি নিচে চাপা পড়ে।'

আতঙ্ক আর অনুতাপ নিয়ে মাথা নেড়ে জর্জ বলল, 'সর্বনেশে এই যে ড্রিংক যে কত লোকের ক্ষতি করছে, সেটা হিসাব করা মুশকিল।'

রূপান্তর : অনন্ত আহমেদ

www.banglainternet.com